প্রকাশ : ১ ডিসেম্বর, ২০১৭ ০৯:২৩
আপডেট : ১ ডিসেম্বর, ২০১৭ ১২:২১

অনলাইন ভার্সন

Share
প্রিন্ট করুন

আনিসুল হকের জানাজা আর্মি স্টেডিয়ামে

অনলাইন ডেস্ক

ফাইল ছবি

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আনিসুল হকের মরদেহ শনিবার দেশে আনা হবে। ওইদিনই বাদ আসর আর্মি স্টেডিয়ামে জানাজা শেষে তাকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হবে। মেয়রের পারিবারিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এর আগে, লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা ২৩ মিনিটে চিকিৎসকরা তার কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্র খুলে নেন। এরপর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন।

পারিবারিক সূত্র জানায়, আজ শুক্রবার বাদ জুমা লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক মসজিদে মেয়র আনিসুল হকের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর শনিবার বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে বেলা ১১টা ২০ মিনিটে তার লাশ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাবে। বিমানবন্দর থেকে লাশ তার গুলশানের বাসায় নেওয়া হবে। ওইদিনই বাদ আসর আর্মি স্টেডিয়ামে জানাজা শেষে তাকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হবে।

ঢাকাবাসীর প্রিয় সংগঠক নন্দিত মেয়র আনিসুল হকের মৃত্যু সংবাদ ঢাকায় পৌঁছানোর পর সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনিসুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আনিসুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। একটি নিরাপদ, আধুনিক ও নারীবান্ধব মহানগরী গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে ২০১৫ সালের ৬ মে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব নেন আনিসুল হক। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহে ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচন করে বিজয়ী হন আনিসুল হক। সিটি মেয়রের দায়িত্ব নিয়েই রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেন তিনি। রাজধানীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নগরবাসীর হৃদয়ে ঠাঁই নিয়েছিলেন তিনি। মেয়র হিসেবে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তার মোড় থেকে ট্রাকস্ট্যান্ড উচ্ছেদ করে রাস্তা নির্মাণ, গাবতলীতে ট্রাকস্ট্যান্ড সরিয়ে রাস্তা সংস্কার, হলি আর্টিজানের ঘটনার পর কূটনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গুলশান-বারিধারার নিরাপত্তা জোরদার, গুলশান-বনানী এলাকা থেকে পুরনো বাস সরিয়ে 'ঢাকা চাকা' নামের নতুন এসি বাস সার্ভিস চালু, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, 'সবুজ ঢাকা' নামের বিশেষ সবুজায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে নাগরিক মহলে বিশেষ প্রশংসিত হন তিনি। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন সমস্যায় দিনে-রাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েও নগরবাসীর আস্থাভাজন হয়েছিলেন তিনি। গতকাল প্রিয় জনপ্রতিনিধিকে হারিয়ে শোকে স্তব্ধ হয়ে যান নগরবাসী। রাতে অসংখ্য মানুষ বাংলাদেশ প্রতিদিন অফিসে টেলিফোন করে আনিসুল হকের মৃত্যু সংবাদ নিশ্চিত হতে চান। গত মে মাসে দায়িত্ব গ্রহণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজধানী নিয়ে তার স্বপ্নের কথা শুনিয়েছিলেন আনিসুল হক। বলেছিলেন, ঢাকাকে বিশ্বমানের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যা দেখতে আসবে বিশ্বের মানুষ। নগর পরিবহনেও আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন

তিনি। নাতির জন্ম উপলক্ষে ২৯ জুলাই সপরিবারে লন্ডনে যান আনিসুল হক ও তার স্ত্রী রুবানা হক। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার মস্তিষ্কের রক্তনালিতে প্রদাহজনিত সেরিব্রাল ভাসকুলাইটিস শনাক্ত করেন চিকিৎসকরা। আগস্টের মাঝামাঝিতে লন্ডনের একটি হাসপাতালে ভর্তির পর নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল তাকে। অবস্থার উন্নতি ঘটার পর ৩১ অক্টোবর তাকে আইসিইউ থেকে রিহ্যাবিলিটেশনে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তার এক মাসের মধ্যে গত মঙ্গলবার আবার আইসিইউতে নেওয়া হয় আনিসুল হককে। শিল্প-বাণিজ্যের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি, ব্যবসায়ী ও একসময়কার টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব আনিসুল হক ২০১৫ সালে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫২ সালে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার শৈশবের একটি বড় সময় কাটে ফেনীর সোনাগাজীর নানার বাড়িতে। আনিসুল হক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হকের বড় ভাই।

আরও শোক : মেয়র আনিসুল হকের মৃত্যুতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, শিল্পমন্ত্রী আমীর হোসেন আমু, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু, গত নির্বাচনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তাবিথ আউয়ালসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক জানিয়েছেন।

বিডি প্রতিদিন/০১ ডিসেম্বর ২০১৭/এনায়েত করিম